প্রথম আলো

তারিখ ... 19 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ...

যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকদের ৩ বছরের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে

মোশতাক আহমেদ ●

জাতীয়করণের ঘোষণা হওয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকদের পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই শর্তে তাঁদের সরকারীকরণ করা হবে।

আর বিদ্যালয়গুলোকে তিন পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইয়ের পর অধিগ্রহণ করে সরকারি নিয়মে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়া শুরু হবে। এই কাজ শেষ করতে আরও দু-তিন মাস সময় লাগবে। তবে সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ১ জানুয়ারি থেকেই। শিক্ষকেরা বকেয়া হিসেবে এই টাকা পাবেন।

জাতীয়করণের ঘোষণা দেওয়ার আট দিন পর গত বৃহস্পতিবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে এ কথা জানানো হয়েছে।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সচিব এম এম নিয়াজউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, বেসরকারি বিদ্যালয় জাতীয়করণ ও কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত ১ জানুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে। কিন্তু এটা করার জন্য বিদ্যালয় অধিগ্রহণসহ কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। সেগুলো এখন করা হবে। এ জন্য দু-তিন মাস সময় লাগবে।

৯ জানুয়ারি রাজধানীর জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে শিক্ষকদের মহাসমাবেশে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত এক লাখ তিন হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ হতে যাচ্ছে।

পরিপত্র অনুযায়ী, উপজেলা বা থানা, জেলা ও কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটি, জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা যাচাই-বাছাই কমিটি ও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে জাতীয় টাস্কফোর্স কাজ করবে। তবে সাতটি বিভাগীয় থানার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি) নেতৃত্বে কমিটি কাজ করবে।

উপজেলা ও থানা কমিটি সব বিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন ও দলিলপত্র পরীক্ষা করে অধিগ্রহণযোগ্য বিদ্যালয়ের তালিকা এবং অধিগ্রহণের সুপারিশ করা বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষকের যোগ্যতা, নিয়োগসহ প্রাসঙ্গিক তথ্য পরীক্ষা করে সরকারীকরণের যোগ্য শিক্ষকের তালিকা বানিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে জেলা কমিটির কাছে পাঠাবে।

এরপর দৈবচয়ন পদ্ধতিতে জেলা কমিটি ১০ শতাংশ বিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন এবং উপজেলা বা থানা কমিটির তথ্য যাচাই-বাছাই করে ১৫ দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের কাছে পাঠাবে। কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স জেলা কমিটির তথ্য পরীক্ষা করার পাশাপাশি ন্যূনতম ১ শতাংশ বিদ্যালয় পরিদর্শন করে জাতীয়করণযোগ্য বিদ্যালয় ও চাকরি সরকারীকরণের জন্য শিক্ষকদের তালিকা চূড়ান্ত করবে।

বিদ্যালয় যাচাই-বাছাইয়ের সময় পাঠদান প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত চালু থাকা, প্রয়োজনীয় জমিসহ ১১ দফা শর্ত পূরণ হচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে।

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এমপিওভুক্ত (বেতনের মাসিক সরকারি অংশ) সব শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণের উপযুক্ত হবে। সরকারীকরণের জন্য বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের চাকরিতে যোগদানকালে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকবে হবে। তবে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে চাকরি সরকারীকরণের পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের শর্তে যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকদের বিবেচনা করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষকেরা আরও তিন ধরনের শর্ত পূরণ করেছেন কি না, তা দেখা হবে।

বর্তমানে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব রয়েছে।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত তিন স্তরে কার্যকর হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ

তিন পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইয়ের পর অধিগ্রহণ করে সরকারি নিয়মে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়া শুরু হবে